৭) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'চণ্ডীকে ফুল্লরার প্রশ্ন', 'চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ' এবং 'ফুল্লরার বারোমাস্যা' অবলম্বনে ফুল্লরার চরিত্রের পরিচয় দাও।

→ মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য তথা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠত্ব-এর অন্যতম কারণ হল বাস্তবানুগ চরিত্র চিত্রণ দক্ষতা। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার প্রথম প্রতিবাদী বুদ্ধিনির্ভর লৌকিক নারী চরিত্র ফুল্লরা। কবিকঙ্কণ তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র কয়েকটি অংশ ছাড়া সর্বত্র এই চরিত্রটিকে সাথে রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় কবির সামগ্রিক কাব্যপ্রতিভা নিয়ে বীতশ্রদ্ধা থাকলেও ফুল্লরা চরিত্র বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্মর্তব্য :

"কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সুবৃহৎ সমাজের মধ্যে কেবল ফুল্লরা খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, মানুষ........"

— পঞ্চভূত: নরনারী

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'চণ্ডীকে ফুল্লরার প্রশ্ন', 'চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ' এবং 'ফুল্লরার বারোমাস্যা' অংশ অবলম্বনে ফুল্লরা চরিত্রটি নিম্নে আলোচিত হল ——

■ সংসারের অভাব, দারিদ্র্য থাকলেও ফুল্লরা স্বামীপ্রাণা এবং স্বামীর উপযুক্ত সহযোগী হয়ে উঠেছে। স্বামীকে অবলম্বন করেই তার দিন অতিবাহিত হয়। ফুল্লরার এই দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্য ক্ষমতার মধ্যে লুকিয়ে ছিল তার একনিষ্ঠ স্বামী প্রেম। তাই ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডী যখন ফুল্লরার কাছে আশ্রয়ের জন্য বলেন —

"তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি।
এই স্থানে কতদিন করিব বসতি॥"

দেবীর এই কথায় ফুল্লরা তাঁকে সতীন সন্দেহে বিতাড়িত করার জন্য অতি চতুরতার পরিচয় দিয়ে, দেবীর রূপের প্রশংসা ও দেবীর নির্বুদ্ধিতার কথা তুলে ধরেছে। তাই তো ফুল্লরা বলেছে —

"তুমি রূপবতী ছাড়িয়া সুরক্ষিত
আমার মন্দিরে কেনে।"

এবং দেবীকে সুকৌশলে তাড়াবার জন্য বলেছে —

"তোর বিরহ জ্বরে স্বামী যদি মরে।
কোন সংকটে যাবে পানি॥"

এই অংশে দেখতে পাই কবিকঙ্কণ ফুল্লরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীমনস্তত্ত্বের রূপটিকে চমৎকার তুলে ধরেছেন। তাই সতীন সন্দেহে P.T.O

সে ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। সতী নারীর আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান ও উপদেশও দিয়েছে।

▨ 'চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ' অংশে ফুল্লরার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দৃঢ়তা নির্দেশ করে তার আত্মবিশ্বাসের প্রগতিবৃত্তি। এছাড়াও কবিকঙ্কণ ফুল্লরাকে ব্যাধ রমনী হবার সত্ত্বেও ইতিহাস সচেতন ও লোকাপবাদ সচেতন এবং পুরান সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলেছেন।

১। এই অংশে ফুল্লরা দেবীকে বলেছে —

"স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।"

এই জাতীয় সংলাপে ফুল্লরার নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তথা তার স্বামীপ্রেম বা পতিভক্তির একনিষ্ঠতা ফুটে উঠেছে।

নারীর সতীত্ব সম্পর্কে তৎকালীন সমাজ-প্রচলিত ধারনার অবহিত হয়ে, পুরানের উদাহরন দিয়ে বলেছে —

"রাবনে বধিয়া রাম সীতারে আনিয়া ধাম
করাইল পরীক্ষা দহনে।"

আবার —

"লোকাপবাদ খণ্ডিবারে বনবাস দিলা তারে
আদেশিয়া সুমিত্রানন্দনে।"

এই অংশেই ধরা পড়েছে ফুল্লরার প্রখর সমাজ সচেতনতা এবং পুরান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা।

▨ দেবী চণ্ডীর আগমনে ফুল্লরার মনে এক তীব্র মনন যন্ত্রনার সৃষ্টি হয়েছে। সে এই যন্ত্রনাকে প্রকাশ না করে কৌশলে তার বারমাসের দুঃখ কষ্টের কথা বলেছে 'ফুল্লরার বারমাস্যা' অংশে। এখানে তার বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গতি ফুটে উঠেছে, তাই সে বারমাসের দুঃখ দুর্দশার কথা বর্ননা করে বলেছেন —

"দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।"

আবার তীব্র শীতের দুর্দশা বর্ননা করে বলেছে —

"দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু-ভানু-কৃশানু শীতে পরিত্রান।"

P.T.O

ফুল্লরার জীবনের গভীরতর অথচ নিভৃত দিকটির অংশ বিশেষ আভাসিত হয়েছে ফুল্লরার বারমাস্যার দুঃখ বর্ননায়, তার মধ্যে ছিল 'মলয়-মারুতের প্রকাশ', ছিল মধুমাসও। সে এও জানে প্রেমময় বনিতা-পুরুষ' এর 'পীড়য়ে মদনে'; কিন্তু এসময়ে সে পুড়ছে 'উদর দহনে'। ফলত তার দাম্পত্য জীবনের রস আস্বাদন সম্ভব হয়নি, একথাও সে নিঃসংকোচে উল্লেখ করেছে। এই চেতনার প্রকাশ তার নারী স্বাতন্ত্র্যবোধকে নির্দেশ করেছে।

অবশেষে এই তিনটি অংশের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই অংশগুলিতে ফুল্লরার প্রতিবাদী উপাদান ধ্বনিত হয়েছে। এখানে লক্ষনীয় যে চণ্ডীর সঙ্গে কথোপকথনে ফুল্লরা চরিত্রে ব্যক্তিদীপ্তির দিকগুলো আরো স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে, তাই বারমাস্যার দুঃখকথন অতিরঞ্জিত হলেও সব সত্য রয়েছে অন্যত্র। কেননা যেকোনো প্রকারেই তার সংসারে ভেঙে পড়া আশঙ্কা তথা ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে সরাতে হয়, এগুলি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে ফুল্লরার মধ্যদিয়ে এক সচেতন জীবনবোধের প্রকাশ হয়েছে।